বাইবেলি 'দশানুশাসন' ও 'হ্যামলেট'-এ প্রেতাত্মার প্রত্যাদেশ

কল্যাণ দাশগুপ্ত

১৪ শতকের শেষের দিকে Wyclif এবং Nicolas মূল হিব্রু এবং গ্রিক থেকে ইংরেজিতে বাইবেল অনুবাদ করার পর এই পবিত্র গ্রন্থটি ইংল্যান্ডে জনপ্রিয় হতে থাকে। শেক্‌স্‌পিয়রের যুগে এসে তা জনমানসে এমন প্রভাব ফেলে যে ইংরেজ সমালোচক Peter Alexander মন্তব্য করেন, শেক্‌স্‌পিয়রের কালে ইংল্যান্ডে বাইবেল যতটা জনপ্রিয় হয়েছিল গোটা দুনিয়ায় কখনো ততটা হয়নি।

স্বাভাবিক কারণেই এলিজাবেথীয় ও জ্যাকবীয় যুগের কোনো প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকই বাইবেলের প্রভাব এড়াতে পারেননি। শেক্‌স্‌পিয়রও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর নাটকগুলির উপর বাইবেলের প্রভাব তো এক স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হয়েই দাঁড়িয়েছে।

সারা বিশ্বে শেকস্‌পিয়রের সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও সমালোচিত নাটক 'হ্যামলেট'-এ শুধু যে বাইবেলের নানা উল্লেখ আছে তাই নয়, এর প্রতিহিংসার মূল ভাবটি আমরা সম্পূর্ণ খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করতে পারি। এই আলোচনায় আমরা নাটকটির এমন একটি দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব যার উপর বাইবেলের প্রভাব অস্বীকার করার বোধহয় উপায় নেই।

এলসিন-র দুর্গপ্রাকারে রাজকীয় গাম্ভীর্যে আবির্ভূত হয়ে সদ্যনিহত রাজা হ্যামলেটের প্রেতাত্মা যখন তার পুত্রের কাছে এক মর্মান্তিক সত্য উন্মোচনের পর তার অনুশাসনগুলি উচ্চারণ করে তখন অনিবার্যভাবেই Si nai পর্বতচূড়ে শিষ্য মোজেসকে ঈশ্বরের দশটি অনুশাসন দানের মুহূর্তটি আমাদের মনে পড়ে। 'হ্যামলেট' নাটকের এই উপাখ্যানটির পরিবেশ 'ওউলড্ টেস্টামেন্টে'র ঐ মুহূর্তের সামগ্রিক পরিবেশের সঙ্গে এমনভাবে মিলে যায় যে প্রায় নির্দ্বিধায় বলতে ইচ্ছে করে, নাটকের এই অংশটি রচনার সময়ে 'ওউলড্ টেস্টামেন্টের' 'দশানুশাসন' পর্বটি শেক্‌স্‌পিয়রের স্মৃতিতে সজাগ ছিল এবং সেই অনুষঙ্গেই নাট্যকার রাজার বিদেহী আত্মাকে তার পুত্রের তথা গোটা সমাজের 'কল্যাণকামী', 'হিতাকাঙ্ক্ষী' এবং 'স্বর্গীয় সুবাতাসবাহী' হিসেবে উপস্থিত করেছেন।

Si nai পর্বতচূড়ে ঈশ্বরের আগমনবার্তা ধ্বনিত হয় বজ্র নির্ঘোষ এবং তূর্যনিনাদে। 'হ্যামলেট'-এ নতুন রাজার সম্মানে যে তূর্যবাদন ও তোপধ্বনির মঞ্চনির্দেশ আছে তা প্রকারান্তরে পূর্বতন রাজার প্রেতাত্মার আবির্ভাবেরই পূর্বাভাষ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। পর্বতের পাদদেশে সমবেত মনুষজনের মধ্য থেকে ঈশ্বর কেবল মোজেসকেই আহ্বান জানান এবং সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোজেস পর্বতারোহণ করলে শুধু তার উদ্দেশেই বাত্ময় হয়ে ওঠেন। শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকেও হোরেশিয়সহ অন্যান্যদের মধ্য থেকে প্রেতাত্মা শুধু হ্যামলেটকেই হাতছানি দিয়ে দুর্গ প্রাকারের একধারে ডেকে নিয়ে তার কাছেই সত্য উদঘাটন করে। ঈশ্বর এবং প্রেতাত্মা উভয়ের আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের মধ্যেই প্রভুত্বের সুর ধ্বনিত ঃ

মোজেসের প্রতি ঈশ্বর—আমি সর্বময় প্রভু। তোমার দেবতা। (Exodus 20.2)
হ্যামলেটের প্রতি প্রেতাত্মা—আমি তোমার পিতার বিদেহী আত্মা। (I.V.8)

নাটকে যেমন সত্য উদঘাটনের পর হ্যামলেটের সঙ্গীরা তাকে ঘিরে ধরে কৌতূহল নিবৃত্তির তাগিদে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করে বাইবেলেও ঠিক তেমনি প্রত্যাদেশের পরেই অপেক্ষমান অন্যান্য শিষ্যরা মোজেসের কাছে গিয়ে তার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ-বিষয়ে জানার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, হ্যামলেট প্রেতাত্মার বাণীকে বাইবেলি ভাষায় 'অনুশাসন' (commandment) আখ্যা দেয় ঃ

শুধু মাত্র তোমার অনুশাসনগুলিই আমার
মানস পটে সঙ্গুপ্ত থাকবে। (I.V. 102, 3)

এবং সে শপথ করে 'স্বর্গে'র নামে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজা হ্যামলেটের প্রেতাত্মার আবির্ভাব এবং তার প্রত্যাদেশ যুবরাজ হ্যামলেটের উপর সম্পূর্ণ এক ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিহননে প্রবৃত্ত হবার আদেশকে হ্যামলেট অন্যায় বলে মনে করছে, নাটকের এই অংশে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই। তার প্রতিক্রিয়ায় বরং এই আভাসই পাওয়া যায় যে, প্রতিহনন ছাড়া পিতার হত্যাকারীর আর কোনো উপযুক্ত দন্ডের কথা সে ভাবতেই পারে না এবং সেই মর্মেই সে শপথ গ্রহণ করে।

আমরা জানি, বাইবেলি আচরণবিধিতে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা অপরাধ হিসেবে গণ্য। কিন্তু প্রেতাত্মার উদ্দেশে হ্যামলেটকে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা গ্রহণে প্ররোচিত করাই শুধু নয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনীতিক দায়িত্ব পালনেও উদ্বুদ্ধ করা ঃ

হ্যামলেটের প্রতি প্রেতাত্মা—তোমার মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে, এ-অনাচার সহ্য করো না।
ডেনমার্কের রাজশয্যাকে ভোগবিলাস আর জঘন্য অজাচারে কলুষিত হতে দিও না। (I.V.81-83)

সে তার পুত্রকে রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হতেই উপদেশ দেয়। তাতে রাজহত্যা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

'অনিন্দ্যসুন্দর যোধ্‌বেশে' সদ্য প্রয়াত পিতার আত্মা হ্যামলেটের চিত্তাকাশে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো বিচ্ছুরিত হয়। তার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করতে করতে হ্যামলেটের স্মৃতিপটে বাইবেলি 'দশানুশাসন' পর্বটি ফুটে ওঠে এবং সেই অনুষঙ্গে 'পুনরুত্থানে'র আখ্যানও। পিতার অবিকল প্রতিরূপ তার সামনে আলোক ও সৌন্দর্যের প্রতিভূ সূর্যদেব 'হাইপেরিয়নে'র রূপ ধরে। বাইবেলের ১ করিন্থীয় উপাখ্যানে বলা হয়েছে, পার্থিব দেহ যখন বিদ্যমান তখন আত্মিক দেহও বিদ্যমান। .....প্রথম মানব আদম সজীব আত্মা আর শেষ আদম সৃষ্টি হয়েছিল জীবনদায়ী আত্মারূপে। পিতার মৃত্যুর পর তার 'পুনরুত্থিত' আত্মা জীবনদায়ী আত্মায় রূপান্তরিত হয়েছে বলেই হ্যামলেট বিশ্বাস করে। নিজেকে ত্রাণকর্তা যিশুর সঙ্গে একাত্ম করে নিয়ে সে ভাবে, ঈশ্বর তাকেই মানুষের দুঃখ কষ্ট মোচনের জন্য মর্ত্যলোকে পাঠিয়েছেন। এই চিন্তাই তার সংলাপে বিম্বিত হয় ঃ

সময় আজ কক্ষচ্যুত, কী দুঃসহ, তাকে স্বস্থানে
ফিরিয়ে আনার গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যই
ঈশ্বর আমাকে এই মর্তভূমিতে এনেছিলেন!
(I. V. 189, 90)

হ্যামলেটের এই উপলব্ধি রেনেসাঁস দৃষ্টিভঙ্গিরই সগোত্র। রেনাসাঁসের দৃষ্টিতে মানব সন্তান তার অন্তহীন ক্ষমতা নিয়ে প্রায় ঈশ্বরেরই সমতুল্য। মানুষ সম্বন্ধে এই ধারণাই এই নাটকের অন্য দৃশ্যে হ্যামলেট ব্যক্ত করে ঃ

কী অসাধারণ এক সৃষ্টিকর্ম এই মানুষ! বিবেচনাবোধে
কী মহান! কী অপরিমেয় গুণে গুণান্বিত!
গঠনে ও চলনে কী চিত্ত নন্দন! কর্মসম্পাদনে
দেবদূতসম! চেতনায় দেবোপম!

(II. ii)

আলোচ্য নাট্যদৃশ্যটির বিন্যাসে বাইবেলি 'দশানুশাসন' পর্বের স্মৃতি আমাদের এমনই আচ্ছন্ন করে রাখে এবং এই অংশে হ্যামলেটের ধর্মীয় উপলব্ধি ও উক্তিগুলি এতই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, আমরা ভুলে যেতে বসি, 'দশানুশাসনে'র একটিতে ঈশ্বর তার শিষ্য মোজেসের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে নরহত্যার বিরুদ্ধেই উপদেশ দিচ্ছেন :

তুমি কখনোই নরহনন করবে না। (Exodus 20. 13)

এবং অন্যত্র বলেছেন :

প্রতিশোধ নেব আমি এবং পুরস্কৃতও করব আমিই।

অথচ নাটকের প্রেতাত্মা হ্যামলেটকে তার দুরাত্মা খুল্লতাতর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিতে বলছে বারবার। প্রতিহিংসা সম্পর্কে এলিজাবেথীয় জনসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল অধ্যাপক Fredson Bowers তা আমাদের জানাচ্ছেন এইভাবে :

এটা প্রশ্নাতীত যে ব্যক্তিগত প্রতিশোধে বিরত থাকার ঐশী বিধান এলিজাবেথীয় জনসমাজ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করত না। এই বিধানের সমান্তরাল আর যে একটি অতিবাস্তব লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা সমাজে প্রবাহমান ছিল তা হল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পিতার নিধনের বিরুদ্ধে, পুত্রের প্রতিশোধ নেবার আইনসঙ্গত কর্তব্য। ....পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার আগে এলিজাবেথীয় সমাজের পুত্ররা প্রতিশোধ গ্রহণের উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করত।

তন্নিষ্ঠ পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না যে, প্রেতাত্মাকে এক স্বর্গাগত শুভার্থী হিসেবে উপস্থিত করলেও নাট্যকার তার চরিত্রে মানবিক গুণাবলিও আরোপ করেছেন। নইলে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার দেশীয় আচারের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব দেখানো হত না। আশ্চর্য এই যে খোদ বাইবেলেই এই মানবিক বৃত্তিটি সমর্থিত। ঐ পবিত্র গ্রন্থের '১ রাজন্যবর্গ ২' অংশে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদধন্য ইস্রাইলের রাজা ডেভিড তাঁর অন্তিম শয্যায় পুত্র সলোমনকে 'মোজেস-আচরণবিধি'তে উল্লিখিত বিধানগুলি যেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বলছেন তেমনি আবার ইস্রাইলের শত্রু, Zer-u-i'-ah-র পুত্র হন্তারক Jo-ab যাতে শান্তিতে সমাধি লাভ করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি সজাগ রাখতে এবং তার (ডেভিডের) প্রতি অভিসম্পাতকারী Shim'-e-i-এর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন [Kings 2] এই ব্যাপারে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ নীরবতা কাজটির সমর্থনসূচক বলেই আমরা ধরে নিতে পারি।

লক্ষণীয় বিষয় হল, যে-সব আদি উপাখ্যান থেকে শেকস্‌পিয়র 'হ্যামলেট' নাটকের গল্পটি ধার করেছেন তার অন্যতম Belleforest-এর 'Historie Tragiques'*

এ খুল্লতাতর উপর ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিশোধ গ্রহণের সমর্থনে বাইবেলের এই উপাখ্যানটিই উল্লিখিত হয়েছে। এমন ধারণা করাও বোধহয় অমূলক হবে না যে, সূত্রগ্রন্থটিতে প্রাপ্ত প্রতিহিংসার স্বপক্ষে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত এই পরিচ্ছেদটির উপর ভিত্তি করেই শেক্‌সপিয়র 'হ্যামলেট'-এর স্থায়ী ভাবটি (motif) রূপায়িত করেছেন। 'হ্যামলেটে'র সূত্রগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত 'Historie Tragiques'-এর হ্যামলেট পর্বের যে ইংরেজি অনুবাদ ১৬০৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রাসঙ্গিক অংশের মূল পাঠটিই তুলে দেওয়া হল :

"If vengeance ever seemed to have any show of justice, it is then when pietie and affection constraineth to remember our fathers unjustly murdered, as the things whereby we are dispensed withal, and which seek the meanes not to leave treason and murder unpunished : Seeing David, a holy and just king, and of nature simple, courteous, and dabonaire, yet when he dyed he charged his son Solomon (that succeeded him in his throane) not to suffer certaine men that had done him injurie to escape unpunished. Not that this holy king (as then ready to dye, and to give account before god of all his actions) was careful or desirous of revenge, but to leave this example unto us, that where the prince or country is interested, the desire of revenge cannot by any meanes (how small soever) beare the title of condemnation, but is rather commendable and worthy of praise : for otherwise the good kings of Juda, nor others had not pursued them to death, that had offended their predecessors, if God himself had not inspired and ingraven that desire within their hearts. Hereof the Athenian lawes beare witnesse, whose customs was to erect images in remembrance of those men that revenging the injuries of the commonwealth, boldly massacred tyrants and such as troubled the peace and welfare of the citizens."

প্রেতাত্মায় আর বিশ্বাসী নয় বলে এ যুগের মানুষ 'হ্যামলেট' নাটকটিকে আজকের দিনে যদি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করে তবে প্রেতাত্মার চরিত্রটি তারা রূপক বলে ধরে নিতে পারে। যেমন আমাদের দেশিয় যাত্রাপালার 'বিবেকে'র চরিত্র। অথবা তাকে হ্যামলেটেরই দ্বিতীয় সত্তার অভিক্ষেপ বলেও ভেবে নেওয়া যায়। কারণ প্রেতাত্মা যে সত্য উদঘাটন করেছিল তা

** ১২ শতকে লাতিনে লেখা Saxo Grammaticus-এঁর 'Historia Danica' গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের Amlethus উপাখ্যানের অনুসরণে ১৫৮২ তে Francis de Belleforest ফরাসিতে 'Histories Tragiques' রচনা করেন যার পঞ্চম খণ্ডে হ্যামলেটের গল্পটি আছে। ১৬০৮-এ এর একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'Historie of Hambleth' নামে। শেক্‌সপিয়রের 'হ্যামলেট' রচিত হয় ১৬০১ থেকে ১৬০৩-এর মধ্যে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, 'হ্যামলেট' রচিত হবার আগে Belleforest-এর আরেকটি ইংরেজি ভাষান্তর প্রকাশিত হয়েছিল। হয় সেইটি নয় Belleforest-এর মূল গ্রন্থটির হ্যামলেট উপাখ্যান অথবা এই দুটিই শেকস্‌পিয়রের নাটকের অন্যতম সূত্র। আমরা ইংরেজিতে অনূদিত Belleforest-কেই এই নিবন্ধে ব্যবহার করেছি এই জন্য যে, সেটি মূল ফরাসির প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ।*

যে হ্যামলেটের মনের মধ্যেই উপ্ত ছিল তার ইঙ্গিত তারই একটি সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেতাত্মা যে মুহূর্তে বলে :

যে খল সর্প তোমার পিতাকে দংশন করেছিল
সে-ই এখন রাজমুকুট ধারণ করে আছে।

(I. V. 38, 39)

সেই মুহূর্তে হ্যামলেট বলে ওঠে :

হায়, কী সত্যই না ছিল আমার অন্তরের
আশঙ্কা! (I. V. 40)

হ্যামলেটের এই পূর্বজ্ঞানই প্রেতাত্মার রূপ পরিগ্রহ করেছিল বলে কল্পনা করা যায়। প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে আপন বিশ্বাসকে যাচাই করার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাই হ্যামলেটের স্পর্শকাতর চিত্তে সৃষ্টি করেছিল প্রচণ্ড এক স্নায়বিক চাপ। দৈব এবং মানবিক চেতনা একযোগে এই দুঃসহ চাপ থেকে উদ্ধারের পথ-সন্ধানে হ্যামলেটকে নানা কঠিন পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত রেখেছিল। এই সত্যানুসন্ধান প্রক্রিয়াই গতি সঞ্চার ক'রে নাটকটিকে ট্রাজিক পরিণতির দিকে অগ্রসর করে দিয়েছে। আর্থসামাজিক পটভূমিতে শুভাশুভের দ্বন্দ্ব (বাদ-প্রতিবাদ-সংশ্লেষ পরম্পরায়) আজকের দিনেও সমান ক্রিয়াশীল। অমানবিক ও মানবিক শক্তির মধ্যে সংগ্রামের চিত্রটি এ যুগে অনেক পরিবর্তিত হলেও শুভের একনিষ্ঠ প্রতিনিধি হ্যামলেটের মধ্যে মানুষের চিরন্তন সংগ্রামী চেতনার শিখাটি এমনই উজ্জ্বল যে আজও তা আমাদের মনের অন্ধকারে আলো ফেলে।

মূল আলোচনায় ফিরে এসে উপসংহারে বলা যায়, বাইবেলি, অর্থাৎ দৈব মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'হ্যামলেট' নাটকে প্রেতাত্মার ভূমিকা তথা গোটা নাটকটির অভিপ্রায় সম্পর্কে যে নানা মত আছে তাতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে নাটকটির একটি নতুন ভাষ্য তৈরি হতে পারে। এই ভাষ্য নির্মাণে আলোচিত নাট্য দৃশ্যটিই হতে পারে কেন্দ্রবিন্দু।

যে গ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে :

১। 'Hamlet : Father and Son'—Peter Alexander. Oxford, 1955.
২। 'Elizabethan Revenge Tragedy'—Fredson Bowers. Princeton, 1966.
৩। 'The Source of **Hamlet**' —J. Gollanz, Oxford, 1926.

(All Shakespeare quotations rendered into Bengali by the author are from Peter Alexander's Quater Centenary Edition, London, 1946, and all Bible quatations rendered into Bengali by the author are from The Gidions International Edition, U.S.A., 1961.)